প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ,পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা কোনো ধরনের অপচয় আমরা না করি। মেহেরপুরে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ২০০৫-২০০৬ সালে ৪০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ ছিলো বর্তমানে আমরা শতভাগ ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি এবং বিদ্যুতের সুবিধা গুলোও মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছি। বিদ্যুৎ তৈরী করতে যে তেল লাগে সেটা আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। বিশ্ববাজারে ব্যাপক ভাবে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপে গ্যাস বন্ধ হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে তেল বন্ধ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে ইউরোপে জিনিস পত্রের দামও বেড়ে গেছে ফলে একটি বৈশিক সমস্যা তৈরী হয়েছে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমি যদি অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ করে অন্য আরেকজন ফ্যান চালাতে পারবে। আমাদের সরকার অত্যান্ত শতর্ক আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে ভাগে শতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আশা করি অক্টোবর মাসের মধ্যে আমরা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবো। আমরা যখন কোন কিছু আমদানি করি তখন ৬ মাসের পরিকল্পনা করে আমাদের করতে হয়। আমাদের ৬ মাসের জ্বালানি ব্যবস্থা করা আছে। তেল পাওয়া যাবে কিন্তু দামটাও বেশি তাই আমাদের অপচয় রোধ করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যলয় চত্বরে “বৃক্ষপ্রাণের প্রকৃতি-প্রতিবেশ,আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন কালে তিনি এ সব কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ফিতা কেটে উদ্ভোধন করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে কুষ্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জি.এম. মোহাম্মদ কবির ও মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর সামাজিক বনায়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জাফর উল্লাহ, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস,গাংনী পৌর সভার মেয়র আহমেদ আলী,পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বন কর্মকর্তা জাফরুল্লাহ, মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের স্টেশন মাস্টার আব্দুর রাজ্জাক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এর আগে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে শেষ হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (২৭ জুলাই) দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

এরা হলেন, সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে টগর আলী ও টেংরামারী গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে ভিকু হোসেন।

টগর আলীর মামলা নং সিআর ১০২/২১ এবং ভিকু হোসেনের মামলা নং ৭৭/২১ ইং।

এএসআই শাকিল হোসেনে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে টগর হোসেনকে এবং এএসআই শাহাজামল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ভিকু হোসেনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান. আজ বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দ্যোগে দুই দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ

মাটির অনুজীবকে কিভাবে বৃদ্ধি করে প্রাকৃতিক উপায়ে কোনও রাসায়নিক কীট নাশকের ব্যবহার না করে ফসল উৎপাদন করা যায় হাতে কলমে শিহ্মা নিয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কৃষি কাজে লাগাবেন।

এই প্রত্যয় নিয়ে গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দোগে দুইদিন ব্যাপী শুন্য বাজেট প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কর্মশালা হয়েছে। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে গত ২৬ জুলাই সকাল ১০ টার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। বুধবার প্রশিক্ষণটি শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ২৮ জন কৃষক দুদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী পর্বে যোগ দেন গাংনী উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন প্রশিক্ষকের সকল পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনি এই পদ্ধতি আরো ভালো ভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার বলেন, কৃষকরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে আর্থিক ভাবে লাভের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন রহমত শহিদুল ইসলাম ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট রাজশাহী অঞ্চলের এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ আছির উদ্দিন।

এসময় বিশিষ্ট সাংবাদিক রবিউল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসেম মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান উপ নির্বাচনে চশমা প্রতীকে ১৫ হাজার ৩০৪ ভোট পেয়ে আবুল হাশেম ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী সাবেক যুবলীগ নেতা নিসান সাবের মাইক প্রতীকে পেয়েছেন মাত্র ৪ হাজার ৫৬৮ ভোট।

এছাড়া সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শামীম উদ্দীন টিউবওয়েল প্রতীকে ৩ হাজার ৬৩০ ও আলফাজ হোসেন তালা প্রতীকে পেয়েছেন ৯৭৭ ভোট।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনে ১১.৬৫ ভাগ ভোট পোল হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ভোট গণণা শেষে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও জেলা নির্বাচন অফিসার মুহাম্মদ আবু আনছার বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

উপনির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯ হাজার ৯৮৩ জন। এদের মধ্যে ভোট প্রদান করেছেন মাত্র ২৪ হাজার ৪৭৯ জন। ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হননি ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫০৪ জন ভোটার।

উল্লেখ্য, ভাইসচেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম ভাইসচেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করাই এই পদটি শুন্য হলে নির্বাচন কমিশন তফশীল ঘোষণা

করেন।

মেহেরপুরে লোক সংখ্যা বেড়েছে ৫০ হাজার

প্রথম ডিজিটাল জনশুমারী ও গৃহগণনায় মেহেরপুর জেলায় জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ হাজার ৪৪ জন। এদের মধ্যে নারী সংখ্যা বেড়েছে ২৫ হাজার ১৪০ জন ও পুরুষের সংখ্যা বেড়েছে ২৪ হাজার ৯০৪ জন। তবে, পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী বেড়েছে মাত্র ২৩৬ জন।

২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী মেহেরপুর জেলার মোট জন সংখ্যা এখন ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩৫৬ জন।

এই জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৪০ হাজার ২৫ জন ও নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৫ জন। জেলায় পুরুষের তুলনায় নারী বেশী ২৫ হাজার ১৪৫ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ৩৯ জন।

২০১১ সালের আদমশুমারিতে মেহেরপুর জেলার লোক সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯২ জন। এ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ছিল ৩ লাখ ২৪ হাজার ৬৩৪ জন ও নারী ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৮ জন।

গত ১১ বছরে মেহেরপুর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ হাজার ৪৪ জন।

২০১১ সালে জেলায় খানার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩১২ টি। ২০২২ সালে সে খানার সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩২৩ টি। জেলায় গত ১১ বছরে খানার সংখ্যা বেড়েছে ২৯ হাজার ১১ টি।

মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো: শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী পৌরসভার উপ-পনির্বাচনে মুতালেব কাউন্সিলর নির্বাচিত

গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে মো: মুতালেব হোসেন পাঞ্জাবী প্রতীকে ৮১৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক কাউন্সিলর বদরুল আলম বদু টেবিল ল্যাম্প প্রতীকে পেয়েছেন ৫৪৭ ভোট। বদরুল আলম বদু’র চেয়ে ২৬৮ ভোট বেশী পেয়ে মো: মুতালেব হোসেন কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেন।

ভোট গণনা শেষে বুধবার (২৭ জুলাই)বিকাল ৫ টার দিকে প্রিজাইডিং অফিসার মাহফুজুর রহমান এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

এছাড়া কাউন্সিলর প্রার্থী শফিউল আলম উটপাখি প্রতীকে পেয়েছেন ২৫০ ভোট ও সানোয়ার হোসেন পানির বোতল প্রতীকে পেয়েছেন মাত্র ৪৯ ভোট।

গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের মোট ২৪৬২ ভোটের মধ্যে ১৬৬১ ভোট পোল হয়েছে বলে জানান প্রিজাইডিং অফিসার।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৫ মার্চ ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মকছেদ আলী দৌলদিয়া ঘাটে গিয়ে স্ট্রোক জনিত কারণে মারা গেলে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুণ্য ঘোষণা করেন।

এদিকে মোতালেব হোসেন উপনির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, এমপি পত্নি ও আওয়ামীলীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান বানু, সাবেক ছাত্র নেতা সাহিদুজ্জামান শিপুসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেতা কর্মীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের এই উপনির্বাচন ঘীরে বড় বড় নেতাদের ভোটের মাঠে ছিল সরব উপস্থিতি।

বিশেষ করে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী,

গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনসহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা কর্মী পরাজিত প্রার্থী বদরুল আলম বদুর পক্ষে প্রকাশ্যে মাঠে নেমে ভোট প্রার্থনা করেছেন। দফায় দফায় তারা নিজেদের কর্র্মী সমর্থক ও ভোটারদের নিয়ে খানা করা ছিল দেখার মত। এদিকে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বদরুল আলম বুদুর পক্ষে ভোটের মাঠে দেওয়া বক্তব্য আবারো ভাইরাল হয়েছে। এনিয়ে সমালোচনাও হয়েছে জোরে সোরে।

এদিকে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মুতালেব হোসেনের পক্ষে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি মো: সাহিদুজ্জামান খোকন সমর্থন দিলেও তাকে মাঠে নেমে ভোট করতে দেখা যায়নি। তবে, সাবেক ছাত্র নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু ও তার বিশাল কর্মী বাহিনী ছিল ভোটের মাঠে মুতালেব হোসেনের ভোট যুদ্ধে।

১১৫ বিঘা জমির লিজের টাকা সিণ্ডিকেটের পকেটে!

অবহেলা আর অযত্নে শহীদ হামিদের কবর, টয়েলেটের পাশে শহীদ মিনার, নেই বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়ন

সুষ্ঠ শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মানউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন না হলেও, উন্নয়ন হয়েছে গুটিকয়েক শিক্ষকের অর্থনৈতিক অবস্থার। মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থেকে পাওয়া অর্থ প্রধান শিক্ষকসহ সিণ্ডিকেটের পকেটে গেলেও হয়নি বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়ন।

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টির লেখাপড়ার মান দিনদিন এতটাই নিম্নগামী যে, বিদ্যালয়টিতে কোনো সচেতন মহল এখন তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে চাননা। অবস্থা এখন এমন যে, শিক্ষার্থী কমতে কমতে সংকটে স্কুলটি। স্বয়ং একথাটি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চারদিকে ঝোঁপ জঙ্গলে লতাপাতায় ভরে গেছে। খেলার মাঠটি ছোট ছোট কাগজ, মাঝে মাঝে খানা খন্দে ভরা ময়লা আর আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে টয়লেটের সামনেই রয়েছে শহিদ মিনার। আর দক্ষিণ পাশে এই বিদ্যালয়ের গর্বিত সন্তান শহীদ আব্দুল হামিদের কবর থাকলেও সেটি এখন ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে।

শহীদ আব্দুল হামিদ এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র হলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এই শহীদের কবরটি এখন বিলীনের পথে। ২৫/৩০ কোটি টাকার সম্পদ থেকে প্রতি বছর ১০/১৫ লক্ষ টাকা আয় হলেও বিদ্যালয়ের অবকাঠামো কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। প্রধান শিক্ষকের রুমে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি থাকলেও ছবি দুটি না টানিয়ে রেখে প্রধান শিক্ষকের রুমের এক কোনায় রাখা আলমিরার উপর অযত্নে রাখা হয়েছে। আজো গড়ে ওঠেনি বিদ্যালয়ের চারদিকে বাউন্ডারী প্রাচীর। এখনো খোলা রয়েছে তিনপাশ। সাম্প্রতিক সময়ে জেলা পরিষদ ২ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক। সে টাকায় এই প্রথম পতাকা স্ট্যান্ড ও বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শের বাউন্ডারী প্রাচীর দেওয়া হবে বলেও জানান প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে দেওয়া একটি চিঠিতে নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন শিক্ষক জানান, গোপনে সোনালী ব্যাংকে আরেকটি এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন অনুদানের টাকা জমা করা হয়। এ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক ও একজন জুনিয়র শিক্ষক। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। শিক্ষকদের মন্ত্রীর ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়। গত ১১ মাস বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরিণ বেতন শিক্ষকদের দেওয়া হয়নি। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় শিক্ষকদের ভোট নেওয়া হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করে ব্যবস্থাপনা কমিটিও গঠণ করা হয়। কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করলেই সাসপেণ্ড করার ভয় দেখানো হয়।

বিদ্যালয়ের ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল দেখা গেছে, ৪৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৩ জন পাশ করে। এই ফলাফলে দেখা গেছে, বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ফোর পেয়েছে মাত্র ১ জন, জিপিএ ৩.৫ পেয়েছে ৩ জন, ৩.০০ পেয়েছে ২ জন, কলা বিভাগে জিপিএ ৩.৫ পেয়েছে ১ জন, ৩,০০ পেয়েছে ২ জন, বানিজ্য বিভাগে জিপিএ ৩.৩০ পেয়েছে ১ জন ও ২.০০ পেয়েছে ১ জন মাত্র। অন্যান্য বছরেও একই পরীক্ষার ফলাফল একই রকম বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

স্থানীয়রা জানান, বারবার শহীদ আব্দুল হামিদের কবরটি বাঁধার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেও সে অনুরোধ কোনো কাজে আসেনি। উপেক্ষিত থেকেছে কবরটির বাধার অনুরোধ। অথচ, বিদ্যালয়ে মেহেরপুরের পিচ কমিটির চেয়ারম্যান সাবদার আলী মৃত্যু বার্ষিকী ও জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়েছে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে, এমন অভিযোগ স্থানীয়দের।
একটি বিশস্থ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন, সেশন ফি, জেএসসি এবং এসএসসির রেজিষ্ট্রেশন ফি ও পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন খাত থেকে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রটি জানায়, শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র ও সনদ বিতরণে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ, অষ্টম ও নবম শ্রেনীর রেজিস্ট্রেশন বাবদ অতিরিক্ত ফি আদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট (বিনামূল্য) প্রদানে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা করে আদায় করছেন।

জানা যায়, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম স্কুল থেকে অবসরে যাওয়ার পর ২০১৯ সালেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান বর্তমান প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে সানজিদা ইসলাম প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি ও সেশন ফিসহ বিভিন্ন খাতের লাখ লাখ টাকা নানা অজুহাতে আদায় করেছেন।

জানা গেছে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের নামে কাথুলি মৌজার ১৭৩ নং খতিয়ানের ২, ৩, ৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ৪, ৬ ৭ নং দাগে ৩৭.৯৬ একর বা ১১৫ বিঘা জমি রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ শতক জমিতে একটি ও ১.২৮ একর জমিতে অপর একটি পুকুর, ৬ শতক জমিতে একটি মন্দির ও ১.২৬ একর জমি ভিটা। স্থানীয়দের হিসেব মতে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের ওই জমির বর্তমান বাজার দর ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা।

এই ১১৫ বিঘা জমি থেকে প্রতি বছরে বিঘা প্রতি ১০ হাজার টাকা পেলেও ১১ লাখ টাকা পাওয়া যায় লিজ বাবদ।
কাথুলি গ্রামের আফছুল হক জানান, প্রতি বছর ১০ হাজার টাকা লিজ হিসেবে ১৭ কাঠা জমি আমি চাষ করি। এর আগে লিজের অংক কম থকলে এখন এই হিসেবেই দেওয়া লাগে। এই মাঠের জমি সব্জী আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ বলে চাহিদাও প্রচুর।

হেলাল উদ্দীন বলেন, আমি কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের ১ বিঘা জমি লিজ নিয়েছি। এই জমি দীর্ঘদিন যাবৎ চাষ করি। বিঘা প্রতি বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা লিজ খরচ দিতে হয় বলে জানান তিনি। বছরে দুই বার স্কুলের শিক্ষকরা এসে প্রতি বছর লিজের টাকা নিয়ে যান।

ওই গ্রামের ছমির আলী বলেন, প্রায় ২০/২৫ বছর ধরে ২ বিঘা জমি লিজ/বর্গা নিয়ে চাষ করছি। কয়েক বছর থেকে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে।
গ্রামের রুস্তুম আলী ২২ কাঠা জমি চাষ করেন। তিনি বলেন, এই মাঠে বাৎসরিক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে ১ বিঘা জমি লিজ নিতে হয়। সেইক্ষেত্রে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের জমি বাৎসরিক ১০ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। তাই এই জমির চাহিদা বেশ আছে।

নবম ও দশম শ্রেনীর কয়ক জন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শহীদ আব্দুল হামিদ নামের কারোর নাম শুনিনি কখনো। স্কুলের ফিল্ডের পাশে একটি ভাঙাচুরা কবর আছে দেখেছি। কিন্তু কবরটি কার তা বলতে পারবো না।তারা আরো বলে, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের কোনো গল্পও কখনো শোনাননি স্যাররা।

টয়লেটের পাশে একটি শহীদ মিনার থাকলেও কোনো দিবসে সেখানে কোনো কিছু করা হয়না। জাতীয় দিবসও দায়সারাভাবে পালন করা হয় বলে জানায় এসব শিক্ষার্থী।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, শহীদ পরিবারের সন্তান নুরুল আশরাফ রাজীব বলেন, নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলটি শিক্ষা এবং অন্যান্য কোনো কিছুতেই সামনের দিকে এগুতে পারিনি। আমি যতটুকু তাদের পরীক্ষার ফলাফল সমন্ধে জানি, অত্যন্ত খারাপ। শহীদ মিনার এবং একজন শহীদের কবর এত অবহেলিত। যেটা ভাবলেই শরীর শিউরে ওঠে। ওই বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকদেরই নৈতিক কোনো চেতনা নেই বলেই মনে হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শহীদের কবর অবহেলায় পড়ে থাকা খুবই দু:খজনক। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং একই সাথে জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করবো শহীদ হামিদের কবরটি পাকাকরণ করার জন্য।

মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাহাবুবুল হক মন্টু বলেন, শহীদ মিনার ও একজন শহীদের কবর যেভাবে অবহেলায় পড়ে আছে। এ ধরনের অবহেলা অত্যন্ত দু:খজনক। এটা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি। বিষয়টি আমি নিজেও ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে বলেছি। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নেইনি। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, আমি ২০১৯ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার সময় চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ পর্যন্ত ছিলনা। আমি আসার পর বিদ্যালয়ের যতটুকু উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে সেটা করেছি। টয়লেটের পাশে শহীদ মিনার প্রসঙ্গে বলেন, এটা তো আগের কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের সময় নির্মাণ করা হয়েছে। আপনারা সাংবাদিকরা এটি আগে দেখেননি কেনো? আমি কমিটির সাথে মিটিং করে এর সমাধান করবো। এছাড়া শহীদ হামিদের কবর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি তার পরিবারের কাছে শহীদ হামিদের মুক্তিযুদ্ধের কাগজপত্র চেয়েছি। তার পরিবারের পক্ষ থেকে কাগজপত্র দিয়ে সহযোগীতা করেনি। যার কারণে, কবরটি বাঁধা সম্ভব হয়নি। প্রধান শিক্ষক নিজে শহীদ পরিবারের সন্তান দাবী করলেও সকল শহীদের মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেই এমন কথা শোনেননি বলে জানান তিনি।

বিদ্যালয়ের ১১৫ বিঘা জমি আছে উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বলেন ১১৫ বিঘা জমির মধ্যে ৮০ বিঘা জমি স্থানীয়দের কাছে লিজ দেওয়া আছে। সেখান থেকে বছরে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মত লিজের টাকা পাওয়া যায়। সে টাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনভাতা দেওয়া হয়। যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্কুলের বেতন এক বছর দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ের জমির লিজের টাকা থেকে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ৬ হাজার ও একজনকে ৫ হাজার টাকাসহ জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে ২ হাজার থেকে শুরু করে শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতি মাসে ৭২ হাজার টাকা দিতে হয়। বিদ্যালয়ে ৩১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৫ জন ছাত্রী রয়েছে। তবে, করোনার কারনে বিগত বছরে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে গেছে বলেও জানান প্রধথান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেনীর শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন ২০০ টাকা, অষ্টম শ্রেনীর ১৫০ টাকা ও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনীর বেতন ১২০ টাকা বলে জানান তিনি।তবে, শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে কতটাকা আয় হয় সেটা জানাতে পারেননি।

বিদ্যালয়ের নিয়মিত অভ্যন্তরিন মিটিং এ সকল ধরণের অর্থনৈতিক হিসাব নিকেশ পাশ করিয়ে নেয়া হয়। এছাড়া ২০১৯ সালে মন্ত্রণালয়ের অডিট হয়েছে বলে জানান তিনি।

সানজিদা ইসলাম আরো বলেন, বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য একটি

ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। আমি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা। সেই কমিটির মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের উন্নয়নসহ সব ধরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বর্তমান কমিটির সভাপতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামনের মিটিং এ শহীদ মিনার এবং শহীদ হামিদের কবরের ব্যাপারে আলোচনা করবো।

তবে, বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন ২০১৯ সালের মন্ত্রণালয়ের অডিটের একটি কপি তাদেরও প্রয়োজন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযান চালিয়ে ২ আসামী গ্রেফতার করেছে।

নিয়মিত মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে আজ বুধবার (২৭ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করে। এসময় মাদক আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে ওঠা মসজিদে কথিত কমিটি গঠণ করে মসজিদটি দখল নিয়ে পরিচালনা করছে একটি প্রভাশালী মহল। কথিত ওই কমিটির সদস্যরা এখন শুধু মসজিদ নয়, বিদ্যালয়ের আরও জমি দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন প্রধান শিক্ষক।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও টিনের বেড়া দিয়ে ১০ তলা ভবনের জন্য নিদির্ষ্ট যায়গা ও প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টার ক্যাম্পাস এলাকা মসজিদের সীমানার অন্তর্ভূক্ত করার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অদিপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে ইতোমধ্যে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে জমি দখলের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ওই মহলটি এখন প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলমকে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে বিভিন্ন সময় অশালিন ভাষায় কথাবার্তা বলছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি কার্যনির্বাহী সভাপতি ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক ঠিকাদার আবু সালেহ আবলু, সহ-সভাপতি আবুল কাশেমকে দেখিয়ে একটি কমিটি গঠণ করেছে ওই প্রভাবশালী মহলটি। তবে, প্রধান শিক্ষককে কোনো কিছু না জানিয়েই মসজিদের সকল কার্যক্রম করে থাকেন কমিটির ওই সদস্যরা।

মসজিদের সিঁড়ি ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজ শুরু হলেও প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলমকে কিছুই জানাইনি কমিটি।
প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম বলেন, সরকারি জমি জোর করে দখল নিয়ে একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়া। সেখানে নামাজ হবে কিনা এ প্রশ্ন করেন তিনি। মসজিদটি বিদ্যালয়ের জমিতে হলেও কমিটি গঠণ করেছে প্রভাবশালী একটি মহল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আমি, সরকারি এই জায়গাটির তত্বাবধায়কও আমি। এখানকার এক ইঞ্চি জমি বেদখল হলেই সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে হবে আমাকে।

তাহলে এখানে আমাকে না জানিয়ে বাইরের একটি কমিটি মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে কিভাবে ? বাইরের কোনো কমিটি দিয়ে স্কুলের মসজিদ পরিচালনা করার কোনো সুযোগ নেই।

মসজিদটি ওই কমিটির দখলে থাকলেও প্রতি মাসে মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে স্কুলকে। ২০২২ সালের জুন মাসের বিদ্যুৎ বিলে দেখা গেছে ১৮ হাজার ৬০৪ টাকা। প্রতি মাসেই এই ধরণের মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল গুনতে হচ্ছে বিদ্যালয়কে। বিদ্যুৎ বিলের কাগজ প্রধান শিক্ষক বরাবর আসছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, আমার সাথে আলোচনা না করে বিনা অনুমতিতে মসজিদটির সিঁড়ি ও দ্বিতীয় তলার উন্নয়ন কাজ করছেন আবু সালেহ আবলু ও সহসভাপতি আবুল কাশেম। তাদের নিষেধ করতে যাওয়ায় অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন আমাকে। এই বিনিয়োগের অর্থের উৎস কি, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের বিনোয়োগ আইনসিদ্ধ না।

বিদ্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি কয়েক দিন আগে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে আবুল কাশেম বলেন, তোমার হেড ম্যাডাম তো বাচ্চা পড়াই। সে আবার আমাদের পেছনে লাগতে আসছে কেনো? তোমার হেড ম্যাডামকে বাচ্চাদের পড়াতে বলো।

একই বিদ্যালয়ের অপর সহকারী ধর্মীয় শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আবু সালেহ আবলু আমাকে বলেন আপনার প্রধান শিক্ষক বাচ্চা পড়ানো রেখে আমাদের সব কাজে হাত লাগাচ্ছে কেনো। তাকে নিষেধ করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়ের ডাবল শিফট ভবনের উর্দ্ধমুখি কাজের সাথে টয়লেট ব্লকটি পশ্চিম দিকে থাকলেও ওই চক্রটির বাধার মুখে পড়েন ঠিকাদার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে তাদের বাঁধার কারণে ভবনের পিছনে টয়লেটটি করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর উপসহকারী প্রকৌশলী মেহেদী জামান খাঁন বলেন, ডাবল শিফট ভবনের উর্দ্ধমুখী উন্নয়ন কাজের টয়লেট নির্মাণ করতে গিয়ে মসজিদ কমিটির বাধার মুখে পড়ি। পরে সেই ডিজাইন পাল্টিয়ে ভবনের পশ্চিম পাশে না করে পিছনের দিকে করতে বাধ্য হয়েছি। এর ফলে ভবনটির যেমন সৌন্দর্য্য হানি ঘটেছে, তেমনি সরকারের ব্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে বিদ্যালয়ের ১০ তলা ভবনের মাটি থেকে শুরু করে সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে সেখানেই তারা টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মসজিদটি সরকারি বিদ্যালয়ের জমিতে হলেও

কথিত কমিটির সদস্যরা সবাই বাইরের একটি প্রভাবশালী মহল। মসজিদটি বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি প্রাচীরের মধ্যে থাকার কথা থাকলেও সেটি বেদখল হয়ে চলে গেছে সাধারণের দখলে। বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনের পাশে মাটি ভরাট করেছে। এছাড়া আনুমানিক ৫/৬ কাঠা জমি দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওই প্রভাবশালী মহলটি একই স্থানে এর আগে একটি কওমি মাদ্রাসার স্থাপন করলেও সেটি ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে দেওয়া অভিযোগের তিনি লিখিছেন, মসজিদ কমিটির সহসভাপতি ও সেক্রেটারীকে মৌখিক নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও তারা কোনো রকম যোগাযোগ করেনি। নিষেধ করলেও তারা সেখান থেকে ফিরে আসেনি। বরং মসজিদের সীমানার বাইরের জমিতে পাকা ঢালাই দিয়ে সীমানা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করে মসজিদটি বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত হলেও মসজিদের কমিটি গঠণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো বিষয় কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো হয়না।

বাইরের লোকজন নিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ের জমির মসজিদের কমিটি, এই কমিটির বৈধতা আছে কি এমন প্রশ্নের জবাবে সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ আবলু বলেন, এ নিয়ে সরকারি কোনো পরিপত্র নেই। মসজিদটি স্থাপন হওয়ার পর থেকেই আমার বাপ দাদারা এভাবেই কমিটি তৈরী করে চালিয়েছেন। আমরাও করেছি। এভাবেই আগামীতে এই মসজিদের কার্যক্রম চলবে বলে জানান তিনি। মসজিদের সিঁড়ি ও দোতালার উন্নয়ন কাজ সমন্ধে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মসজিদ কমিটির সভাপতি জানেনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মেহেরপুর শহরের ঠিাকাদার জহিরুল ইসলাম মিয়া। তাকে দিয়েই সব কাজ চলে। এছাড়া আমাদের এই মসজিদ নিয়ে সব কিছুই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয়। তার নলেজে দিয়েই সব কাজ করা হয়।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মেহেরপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর সদর থানার ওসি, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, মেহেরপুর ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালের সুপরিনটেন্ডেন্ট ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মসজিদ সম্পর্কে বলেন, এখানকার প্রতিটি মসজিদের কার্যক্রম নিজেরাই পরিচালনা করে থাকেন। নিজেদের কর্মকর্তা/কর্মচারী দিয়েই মসজিদ পরিচালনা কমিটি গঠণ করে থাকি। বাইরের কোনো লোকের কমিটিতে থাকার সুযোগ নেই এখানে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মুসল্লিদের সাথে কথা বললে তারা জানান, এটি সরকারি জমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ। এখানে বাইরের লোকের কমিটি ও তদারকি করার কি আছে? মসজিদ নিয়ে দরদ থাকলে তারা জমি কিনে মসজিদ তৈরী করুক।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় কোনো মসজিদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকলে সরকারি কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নেবেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় কারা থাকবেন। এসব প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে বাইরের লোকজনের থাকার কোনো সুযোগ নেই।

নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো

নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো। নির্বাাচনী কেন্দ্রগুলোতে মোবাইলে গেম খেলে ও ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করেই পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।

সকাল ৮ টার সময় ভোট গ্রহণ শুরু হলেও অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত ভোটারের দেখা মেলেনি। মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে ১৩ টি। এর মধ্যে নারী ভোট পোল হয়েছে ২ টি। ওই ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার এ্এইচএম রাশেদুল হক বলেন এখানে ভোটার ১৮৬৩। ৪ টি বুথে ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল ৯.৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ১৩ জন। এই ভোট কেন্দ্রটি উপনির্বাচনের হেভিওয়েট প্রার্থী নিসান সাবেরের।

এদিকে সকাল ১০ টার সময় পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি।বুড়িপোতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটের সময় পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৯ টি, উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০.১০ মিনিট পর্যন্তÍ ভোট পোল হয়েছে ২৫ টি ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি। এভাবেই চলছে ভোট গ্রহণ।

উপনির্বাচনের ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক যুবলীগের নেতা নিসান সাবের সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন আবুল হাসেম। আলফাজ হোসেন ভোট প্রদান করেন আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ও শামীম উদ্দীন ভোট দেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা বসে বসে মোবাইল গেমস খেলে অথবা ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করে অলস সময় পার করছেন। মাঝে মধ্যে দু একজন ভোটার আসলেও তারা নিজ দায়ীত্বে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন।

এদিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম ভোট কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শন করেছেন।

রিটার্নিং অফিসার আবু আনছার বলেছেন, ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তার জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

মোট ৮৮ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। মোট ভোটার নারী ভোটার ১ লাখ ৪ হাজার ৮৩৬ ও পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ জন।